জীবে প্রেম ও সতী প্রদর্শনী

সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতার এক বস্তির অন্ধকার ঘর থেকে বের করে আনা বেহুঁশ লোকনাথের রক্তখসা চোখ দুটি এখনও খোলা যেন কাটা মুন্ডু পাঠাঁর চোখ বসানো। সাধারণত মৃত মানুষের চোখের মতো বোজা নয়। কিন্তু লোকনাথের হাড় বের করা শুকনো কুঁচকানো কালো শরীরটা মৃত দেহের মতো যেন অসাড়। পাড়ার ডাক্তার এসে বলে গেছে শেষ অবস্থা। হাসপাতালে পাঠিয়ে লাভ হবে না। বাইরের রকটায় শুইয়ে দাও। পোয়াতির কাছে রেখ না। অন্ধকার বস্তির ঘর থেকে আসছে লোকনাথের বৌয়ের প্রসব যন্ত্রণার কাতরানি ছটফটানি, চারপাশের বাতাসকে বাদের মতো ভারি করে তোলে। মৃতপ্রায় লোকনাথের কানে ক াতরানি প্রবেশ করে না, এমনই সে বেহুঁশ। অথচ আধ ঘন্টা খানেক আগেও বৌয়ের বিষবৎ কাতরানি-ছটফটানি শুনে শেষবারের মতো লোকনাথ অশ্লীল খেউড় অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছিল, 'শোরের বাচ্চা আবার পয়দা করতে যাচ্ছে। পেটে হারামির বাচ্চা ধরেছিস, হাসপাতালে গিয়ে খসাতে পা রিসনি? খাওয়াবি কিরে শোরের বাচ্চা।' তারপরেই ক্রনিক আলসারের কঠিন যন্ত্রণা লোকনাথের ঠোঁটের কপাট সামান্য ফাঁক রেখে বন্ধ করে দিয়েছিল। লোকনাথের মুখ থেকে আর গোঙানির, যন্ত্রণার চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। দেহ অসাড় এবং ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসছে। সেসময় গলায় ঝুলিয়ে রাখা লোকন াথ-ঠাকুরের লকেটটা লোকনাথ মুঠো করে বুকে চেপে ধরে আছে অজ্ঞান অবস্থায়।

অচৈতন্য লোকনাথের দেশি মদ্যপানে অভ্যস্ত ক্ষত-বিক্ষত সিকিভাগ শরীরটাকে দুই ছেলে রাস্তার ধারে বস্তির রকে শুইয়ে রেখেছে। লোকনাথকে দেখে ভ ান-করা উদাসীন মানুষের চলাফেরা, যুবকের বাঁকা চোখে তাকানো, ভদ্রলোকের অন্য ধারে হাঁটা, নাকে মাল চেপে যুবতীর এড়িয়ে যাওয়া — এসব দৃশ্যের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে লোকনাথের দুই ছেলে যেন ঠান্ডা হলে বসে তৃতীয় দুনিয়ার আর্ট-ফিল্ম দেখছে। লোকনাথের বড় ছেলে খোঁড়া খাদু একটা পোস্টার নিয়ে বাবার পায়ের কাছে বসে আছে। পোস্টারে লেখা 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।' খাদু পাড়ার বিবেকানন্দ ক্লাবে নাটক করে। গতবারের নাটকে এই পোস্টারের একটা ভূমিকা ছিল। সেই ভূমিকাটা পালন করেছিল খাদু। পোস্টারটা সে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিল। ছোট ছেলে কিশোর সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিল কয়েকমাস আগেও। সে তুলসী পাতা নিয়ে বাবার শিয়রে বসে আছে। ভিতরে মায়ের প্রসব যন্ত্রণা সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বাতাসে আছড়ে পড়ছে। মায়ের কাছে বসে আছে ওদের দশ বছরের বোন সীতা। ওদের আরেক বোন আছে, দুর্গা নাম। সবার বড়। পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু অনেকে দুর্গাকে দেখেছে টিটাগড়ের তালপুকুর বেশ্যাপল্লিতে।

খোঁড়া খাদুদের বস্তি ঘরের সামনে গলির রাস্তায় হরিদার চায়ের দোকানটায় সাত সকালেই শ্রমজীবী মানুষের ভিড়। ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন বিজয়া স্পিনিং মিলের শ্রমিকেরাও আছে। হরিদার বড় ছেলে খোকনও সেখানে কাজ করতো। লোকনাথও সেই মিলের পুরনো শ্রমিক ছিল। তিন বছর পর বিজয় া স্পিনিং মিলের লক-আউট উঠে যাওয়ার শুভ সংবাদে লোকনাথের সাথিদের উদ্বৃত্ত শ্রম বিকোনো রক্তচোষা-মুখে এখন সাদা পায়রার পালকের খানিকটা উজ্জ্বলতা। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ধর্মঘটের সফলতার সংবাদে সবাই যখন আলোচনা-প্রতি আলোচনায় ব্যস্ত, ঠিক সেসময় লোকনাথ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। একজন শ্রমিক প্রিয়জনের মতো লোকনাথের কানের কাছে মুখ রেখে বলে, 'লোকনাথদা কারখানা খুলেছে। আবার কাজে যেতে হবে।' শ্রমিক জ ানে না লোকনাথ আর অচৈতন্য নেই। মারা গেছে। লোকনাথের অসহায় অক্ষম শ্রমিক সাথিদের সমবেদনা জানানো ছাড়া তাদের দেবার কিছুই থাকে না। শুধু একজন উগ্র শ্রমিক গলা চড়িয়ে বলতে থাকে, লোকনাথদার মৃত্যুর জন্য দায়ি পার্টির ইউনিয়নের নেতারাই। এবার থেকে বানচোৎ কোনো পার্টির ইউনিয়নের নেতাকে কারখানায় ঢুকতে দেব না।' ঠিক সেসময় গলিতে একটা অটো ঢুকে পড়েছে। মাইকে নির্বাচনি প্রচার শু হয়েছে, 'আজ বিকেল পাঁচটায় শ্রমমন্ত্রী গোলাপসুন্দর পার্কে ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষের উন্নতি কামনায় দশটি প্রতিশ্রুতি দেবেন। তার মধ্যে একটি, আমরা কোন শ্রমিককে অনাহারে মরতে দেব না। কারখানা লক-আউট করলে চলবে না। লক-আউট চলাকালীন প্রতিটি শ্রমিককে অর্ধ বেতন দিতে হবে। আপনারা দলে দলে গোলাপসুন্দর পার্কে আসুন। শ্রমমন্ত্রীর মুখ থেকে আরও প্রতিশ্রুতি শুনুন।' হঠাৎ মাইক বন্ধ হয়ে যায়। কিছুদূর গিয়ে অটো থেমে যায়। অটোর সামনে দুটি ষন্ডামার্কা ষাঁড় বসে বিভিন্ন পার্টির নির্বাচনি লিফলেট চিবোচ্ছে যে লিফলেটে দশটি প্রতিশ্রুতির কথা লেখা আছে।

লোকনাথের বড় ছেলে খাদু বাবার নাকের কাছে হাত নিয়ে যায়, যদি নিশ্বাস ফিরে আসে, যদি লোকনাথ ঠাকুর বাবাকে বাঁচিয়ে দেয়! কিন্তু নিশ্বাস ফিরে অ াসে না, পঞ্চাশ বছরের নিশ্বাস-প্রশ্বাস অনাহারে ক্ষত-বিক্ষত লোকনাথের শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। আর তখনি লোকনাথের বৌ বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসব যন্ত্রণার কাতর কণ্ঠস্বর অন্ধকার ঘর থেকে আর ভেসে আসে না। তার বদলে ভেসে আসে এক নবজাতকের কান্না। জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝখান থেকে কিশোর 'বাবাগো' বলে লোকান্তরিত বাবার বুকের খাঁচায় উপুর হয়ে কাঁদে। তোত্লাতে তোত্লাতে দাদা খাদু বলে, 'ভাইরে কাঁদলে বাঁচা যায় না। সৎকারের জন্য টাক াপয়সা তুলতে হবে।' তখন কিশোর তুলসী পাতায় থুতু লাগিয়ে বাবার চোখের পাতায় সেটে দেয়। খোঁড়া খাদু 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' পোস্টারটি বাবার মাথার শিয়রে দাঁড় করিয়ে রাখে। পোস্টারে গাঢ় আলতা দিয়ে লেখা 'সেবিছে' শব্দটা থেকে আলতার লম্বা রেখা পোস্ট ারের তলায় গড়াতে গড়াতে হঠাৎ থেমে গেছে। যেন টপ্‌টপ্ রক্ত ঝরাটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। 'জীবে প্রেম.....' লেখাটার তলায় আরও একটা কালো বাক্য জুড়ে দেয় খাদু 'এই লোকটার সৎকারের জন্য কিছু সাহায্য কন।'

এমন সময় বস্তির রক পেরিয়ে ভেতরে খাদুদের অন্ধকার খুপরি থেকে প্রসব-তোলা বুড়ির চেঁচানি শুনতে পায় খাদু, 'ওরে খাদু, ওরে কিশোর ভেতরে আয় রে, দেখে যা, তোদের মা কথা বলছে না। শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে রে খাদু'। নিজের লোক মরলে যেভাবে কাঁদে সেভাবে কাঁদছে প্রসব তোলা বুড়ি। বুড়ির

কোলে সদ্যজাত শিশু, খাদু ও কিশোরের সদ্যজাত ছোটভাই যে আর কোনদিন মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড় হতে পারবে না। খাদু কিশোর খুপরিতে আসে। সুইচ টেপে। আলো এসেছে। চল্লিশের ডুম জ্বলে উঠতেই বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে পড়ে। মা-এর শরীরে হাত দিতেই খাদু বুঝতে পারে, বরফের মতো ঠান্ডা শরীর নিয়ে মা মরে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। দেখে ওদের বোন সীতা মা-এর বুকে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বোনের কান্না শুনে খাদু কাঁদে, কিশোর কাঁদে। কান্নায় কান্নায় জড়িয়ে পড়ে 'মা-মা-গো' উচ্চারণ। একজন শ্রমিক-পড়শি বলে, 'আমাদের কাঁদতে নেই রে খাদু। এখন কি করবি ভাব। দুজনের সৎকার। অনেক টাকা, মায়ের কান থেকে গলা থেকে রূপোর দুলটা হারটা খুলে নে। দেখি বিক্রি করে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

খাদুর কান্না যন্ত্রবৎ থেমে যায়। সে বলে ভারি গলায়, 'তোমরা মাকে নিয়ে বাবার পাশে শুইয়ে দাও। আমি খগেনদার কাছে যাচ্ছি।' খাদু দ্রুত চলে যায়, গরিবের পার্টির লোক্যাল নেতা খগেনদার কাছে। পড়শিরা খাদুর মাকে খুপরি থেকে বের করে এনে লোকান্তরিত মদ্যপ স্বামী লোকনাথের পাশে শুইয়ে দেয়। খানিকবাদে খাদু ফিরে এসে বলে, খগেনদা দেখা করলেন না, বলে পাঠালেন বস্তিবাসীদের স্থানীয় সমস্যা নিয়ে মিটিং চলছে। এখন যেতে পারবেন না।'

একজন শ্রমিক-পড়শি অশ্লীল বিশেষণ খগেনদার নামের আগে প্রয়োগ করে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। খাদু আবার একটা পোস্টার লিখলো, 'সতীর মাহাত্য দেখুন পুণ্যলাভ করুন। সতীর পুণ্য পতির পুণ্য। একই চিতায় দাহ করা হবে। অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।' একদা দশম শ্রেণীর ছাত্র খাদু 'মাহাত্ম্য' বানানটা ভুল লেখে। কিন্তু শুধরে দেবার মতো শিক্ষিত লোক বস্তিতে নেই। সবাই মিলে কাগজ, আঠা, স্ট্যান্ড এনে 'জীবে প্রেমের' পাশে নতুন পোস্টারটা রাখলো। খাদুর বোন সীতার কোলে নবজাতক দিয়ে প্রসব-তোলা বুড়ি ও বস্তিঘরের অন্য রমণীবালার সিঁদুরের কৌটো এনে ওদের বিষ্ণুদি (বিষ্ণুপ্রিয়া) খাদুর মা-র নাম সিঁথিতে গাঢ় ও মোটা করে সিঁদুর লেপে দেয়। কিশোর বাবা-মা'র পায়ের কাছে পাথরের চেহারা নিয়ে বসে আছে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপে যেন খরা লেগেছে কিশোরের চোখে। খাদু সরলা পিসির একটা বারকোশ নিয়ে আসে।

সতীর মাহাত্ম্য দেখতে লোকের ভীড় বাড়ছে। কথায় কথায় সতীর মাহাত্ম্য মুখ-প্রচারে ছড়িয়ে পড়েছে।বাবার ছোট থালাটা বড় বারকোশটা লোকান্তরিতদের মাথার শিয়রে রাখে। সেখানে সিকি, আধুলি, এক টাকার কয়েন পড়ে। সধবাদের ভিড় যেন বেশি। বিষ্ণুপ্রিয়ার চুলওঠা প্রশস্ত কপাল সিঁদুরে সিঁদুরে লেপ্টে আছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্তশূন্য-হলুদ-শুটকি পা-দুটিতে আলতায় আলতায় ফিরিয়ে আনে রক্তবর্ণতা। খাদু দেখে তাদের বিবেকানন্দ ক্লাবের নাট্য-পরিচালক আশিসদা এসেছে, জিনসের প্যান্ট ও টি-সার্ট পরে। গালে ছাটা দাড়ি এবং উনবিংশ শতাব্দির মেটাল ফ্রেমের চশমা। এই আশিসদা লিটল ম্যাগাজিনে প্রতিবাদী কবিতাও লেখে। খাদুর মা-বাবাকে ওরকম অবস্থায় দেখে মুখ থেকে সিগারেট না ফেলে সে এক লাইন কবিতা মনের খাতায় টুকে রাখে, ''বিষ্ণুপ্রিয়ার পায়ের আলতা শ্রমিকের পায়ের রক্ত তুমি জাগো, আমাকে জাগায়ে রাখো।' খাদুর হাতে ময়লা ছেঁড়া পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে আশিস সেন বলে, 'চলি, আমার এক বন্ধু একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করেছে, ওটা দেখতে যেতে হবে রে খাদু।' খাদু ইংরেজি ভাল বুঝতে পারে না। যদি বলা হত 'বস্তিবালিকার গোপন কথা' তাহলে সে ফিল্মের নামটা হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারত। 'চলি' আশিস কথাটা পুনরাবৃত্তি করে দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ে। খাদু উত্তর দেয় না। আশিসের দিকে তাকায় না। ঋষিতুল্য খাদু সান্ধ্য পাখির মতো শোকবৃক্ষের ডালে চুপচাপ বসে আছে। খাদুর একবার বলার ইচ্ছা হয়েছিল, আশিসদা যে ত্রিশ টাকা তিন মাস আগে তুমি ধার নিয়েছিলে, ওটা এবার শোধ দাও। খাদু ভাবে, কিন্তু বলতে পারে না।

খাদু এবং কিশোর বারকোশ থেকে এক টাকা কয়েন এবং নোট গুণে গুণে বোন সীতার হাতে তুলে দিচ্ছে। ওরা শোক ভুলে যায়। ওরা খিদে ভুলে যায়। ওরা সময় ভুলে যায়। ওরা নোট গুণছে, কয়েন গুণছে। একজন পরিবার-বন্ধু বলছে, 'মড়ার পচন ধরবে রে খাদু। এবার চ সৎকার ব্যবস্থা করি, পরিবার-বন্ধু সুরেন কাকার কথা শুনে সৎকারের কথা ওদের মনে আসে। প্রসব-তোলা বুড়ি ওদের নবজাতক ভাইকে নিয়ে একফালি জানালার ভিতর দিয়ে আসা আলোর তাপ্পিমারা অন্ধকার খুপরিতে চলে যায়। আবার লোডশেডিং। বস্তির পড়শিরা এবার সৎকারের কাজে লেগে যায়। যা চাঁদা উঠেছে এবং যা বারকোশেপড়েছে সব টাকা নিয়ে বাঁশের মাচা আনতে চলে যায়। হাইতোলা অলস বিকেল গড়িয়ে যায়।

সতী মাহাত্ম্যের প্রচার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বন্যার জলের মতো। বাঙালি-অবাঙালির ভিড় দেখে সেটা সহজেই বুঝতে পারা যায়। এবার গাড়ি করে মাড়োয়ারি বৌরা আসছে। বড় নোট পড়ছে। খাদুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে দু-একজন বরফ কিনতে চলে যায়। খাদুর কাছের বন্ধুরা ভিড় সামলায়। হরিদার ছেলে খোকনের চায়ের দোকানেও প্রচুর খদ্দের বেড়ে গেছে। অনেক দূর থেকে মাথার উপর দিয়ে কয়েন ছুঁড়ে দিচ্ছে। রাস্তায় পড়ে যাওয়া কয়েনগুলো সীতার বন্ধুরা তুলে বারকোশে রাখে। ওরা আবার সৎকারের কথা ভুলে যায়।

দূরদর্শনের প্রাইভেট চ্যানেল থেকে ক্যামেরা নিয়ে সাংবাদিকেরা এসে গেছে। বস্তিবাসীরা ওদের আটকে দিচ্ছে। দূরদর্শনের লোকেরা টাকা দিতে বাধ্য হয়। অবশ্য কোন দরকারি নেই। দূরদর্শনের ক্যামেরা পোস্টারের ভাষাও তুলে নেয়।

এবার ক্যামেরা বিষ্ণুপ্রিয়ার শান্ত নদীর মতো মুখের কাছে যায়। তারপর ক্যামেরা ঘোরে সিঁদুর ছড়ানো কপালের দিকে। সেখান থেকে স্লো-মোশনে ক্যামেরা নেমে আসে দুজোড়া পায়ের কাছে। আলতা মাখা পা-কে ক্যামেরা আলাদা করে ক্লোজ-আপ করে। এরপর ক্যামেরা স্প্যান করে খাদু-কিশোর-সীতার তিনটি মুখকে ধরে। দশ মিনিটের মধ্যেই চিত্র-সাংবাদিকতার কাজ সারা হয়ে যায়। ওরা চলে যেতেই আবার একটা গাড়ি, সুদৃশ্য দামি বিদেশি মডেলের গাড়ি। গলিতে ঢুকে বৈদ্যুতিক হর্ণ বাজিয়ে লোকের ভিড় কাটিয়ে লোকনাথ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থানের পাশে গাড়িটা দাঁড় করায়। দরজা খুলে নেমে আসে মাড়োয়ারি দম্পতি। লোকনাথ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সামনে দাঁড়ায়। পোস্টার দুটো দেখে। বাংলা বুঝতে পারে, সামান্য সামান্য বলতেও পারে। কিন্তু পড়তে পারে না। মাড়োয়ারি ধনপতি জিজ্ঞেস করে, 'কি লেখা আছে।' একজন পড়শি হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে পোস্টারের কথা বুঝিয়ে দেয়। মাড়োয়ারি ধনপতি বিস্মিত হয়ে যায়, বিবেকানন্দো বুলেছে! ওরা একটা একশ টাকার নোট বারকোশে সযত্নে রেখে দেয়।

তারপর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বয়স্ক বস্তিবাসিদের সাথে হিন্দিতে কথা বলে, যার বাংলা হয়, আমি এখানে একটি 'সতী-মাহাত্ম্যে'র ছোটখাটো মন্দির তোমাদের গড়ে দেব। মন্দিরের নাম হবে 'লোকনাথ-বিষ্ণুপ্রিয়া' মন্দির। তোমরা দেখাশোনা করবে। যা পয়সা পাবে মন্দিরের কাজে লাগাবে। কথাগুলো শোনামাত্র কোনরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে না গিয়ে খাদু, কিশোর এবং প্রতিবেশী শ্রমজীবীরা একজোট হয়ে বলে, 'না, এখানে কোন মন্দির গড়া হবে না।'

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com